দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 01 MAY 1998
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ৩

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পরিস্থিতি বিস্ফোরণোন্মুখ ॥ অবরোধ, হল দখল অব্যাহত ॥ কর্তৃপক্ষের আলোচনা শুরু

চট্টগ্রাম ভার্সিটি রিপোর্টার ॥ ছাত্রলীগ-ছাত্র শিবির রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ এবং হল দখলের পর চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বিস্ফোরণোন্মুখ পরিস্থিতি অবসানের লক্ষ্যে গতকাল বৃহস্পতিবার হইতে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দের সহিত আলোচনা শুরু করিয়াছেন। গত মঙ্গলবার ছাত্রলীগ-শিবির কর্মীদের মধ্যে সংঘর্ষের পর বিশ্ববিদ্যালয় সিন্ডিকেটের যৌথসভায় গঠিত ৫ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির সদস্যরা গতকাল রাত ৮ টায় শাহ আমানত হলে ছাত্রলীগ ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্যের নেতাদের সহিত বৈঠক করেন। ছাত্রদলকে চিঠি দেওয়া হইয়াছে। তবে গতকাল সন্ধ্যা পর্যন্ত তাহাদের উত্তর পাওয়া যায় নাই বলিয়া

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

(প্রথম পৃঃ পর)

বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়াছে। ইহাছাড়া আজ (শুক্রবার) শিবির নেতৃবৃন্দের সহিত বৈঠকের জন্য চিঠি পাঠানো হইয়াছে।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সহকারী প্রক্টর অধ্যাপক তৌহিদ জানান, বিভিন্ন হল হইতে বহিরাগত এবং হলে বরাদ্দ নাই এমন ছাত্রদের বাহির করিয়া দেওয়ার চেষ্টা চলিতেছে। ছাত্র সংগঠনগুলির সহিত আলোচনা ফলপ্রসূ হইলে অল্প সময়ের মধ্যে প্রত্যেক হলে সহ-অবস্থানের ব্যবস্থা নিশ্চিত করা হইবে। তিনি আশা প্রকাশ করেন যে, আজ (শুক্রবার) আলোচনার পর হল দখলদারিত্বের অবসান ঘটিবে।

নিরীহ ছাত্ররা হল ছাড়িয়া যাইতেছে

গতকাল চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে নাই। শিবিরের হরতাল ও অবরোধ কর্মসূচীর কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিসসহ সকল কার্যক্রম বন্ধ ছিল। ছাত্রলীগ ও ছাত্র শিবির নিজ নিজ হলে সুদৃঢ় ব্যূহ রচনায় ব্যস্ত রহিয়াছে। হল ও ক্যাম্পাসে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করিতেছে। উভয় সংগঠনের শীর্ষস্থানীয় কোন কোন নেতা ও কর্মী ছাড়া অধিকাংশ সাধারণ ছাত্র হল ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছে। কয়েকটি বিভাগের নির্ধারিত পরীক্ষার ব্যাপারে অনিশ্চয়তা দেখা দিয়াছে। কারণ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের আলোচনা ফলপ্রসূ না হইলে শিবিরের অনির্দিষ্টকালের অবরোধ কর্মসূচী অব্যাহত থাকিবে বলিয়া শিবির সূত্রে জানা যায়। শিবির তাহাদের হাতছাড়া অপর ৩টি হল ফিরিয়া পাওয়ার জন্য এবং বর্তমান হলসমূহ রক্ষার জন্য কেন্দ্রীয়ভাবে চেষ্টা চালাইতেছে।